দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 05-[illegible]-2013
পৃষ্ঠা ৩ ... কলাম ৩...

# শিক্ষার্থী ঝরেপড়া রোধে বিশেষ প্রকল্প

■ বিশেষ প্রতিনিধি

বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষায় ভর্তির হার শতকরা ৯০ ভাগ। এর মধ্যে ৫০ ভাগেরও বেশি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারে না। এরা প্রাথমিকেই ঝরে পড়ে। আবার মাধ্যমিকে ভর্তি হলেও দশম শ্রেণী পর্যন্ত শতকরা ৪০ ভাগ শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে। শিক্ষার্থীদের এই ঝরে পড়া রোধ করতে সরকার মাধ্যমিক শিক্ষায় গুণগতমান ও প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি (সেকায়েপ) বিষয়ক একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছে। প্রকল্পের সফলতাও পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছেন এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা।

বিশ্ব ব্যাংকের আর্থিক সহায়তায় গঠিত এই প্রকল্পের মাধ্যমে শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি, বিদ্যালয়ের সার্বিক পরিস্থিতি শক্তিশালীকরণ, ইংরেজি ও গণিত বিষয়ে অতিরিক্ত ক্লাস নেয়া, ক্লাস পরিদর্শন, শিক্ষার্থীদের মধ্যে বই পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশের উন্নয়নসহ নানা কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।

প্রকল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা জানান, প্রকল্পের সফলতার জন্য বিশ্ব ব্যাংক আড়াইশ' মিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিরিক্ত অর্থ বাড়িয়ে এর মেয়াদ ২০১৪ সাল থেকে বৃদ্ধি করে ২০১৭ সাল পর্যন্ত করেছে। এই প্রকল্পের মাধ্যমে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে উপবৃত্তি ও বেতন সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। এর মধ্যে শতকরা ৫৭ ভাগ ছাত্রী। ফলে ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে আসার প্রবণতা এবং টিকে থাকার প্রবণতা বাড়ছে। গণিত ও ইংরেজিতে শিক্ষার্থীদের দুর্বলতা দূর করতে গত বছরের জুন-জুলাই হতে অতিরিক্ত ক্লাস নেয়া হচ্ছে। দেশের ৩৭টি জেলার ৫৫টি উপজেলায় ৪শ' শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অতিরিক্ত ক্লাস নেয়া হচ্ছে। বই পড়ার অভ্যাস বাড়ানোর জন্য চলতি বছরের জুলাই পর্যন্ত ৬ হাজার ৬৬৯ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এর ফলে ৭ লাখ ৯০ হাজার শিক্ষার্থী এর সুবিধা ভোগ করেছে।

প্রকল্পের আওতায় ৯ লাখ ৯৮ হাজার ৬৩৫ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৮৪ কোটি ২৫ লাখ ৩১ হাজার ৭৩০ টাকা উপবৃত্তি দেয়া হয়েছে এবং ১০ কোটি ৪৭ লাখ ১০ হাজার ২৩০ টাকা টিউশন ফি দেয়া হয়েছে ১০ লাখ ৭৬ হাজার ৯৩৬ জন শিক্ষার্থীদের মধ্যে। ব্যানবেইসের তথ্যমতে, ২০০৫ সালে স্কুল পর্যায়ে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ১১ দশমিক ৭ শতাংশ, সপ্তম শ্রেণীতে ১২ দশমিক ৩ শতাংশ, অষ্টম শ্রেণীতে ১৩ দশমিক ৯ শতাংশ এবং দশম শ্রেণীতে ৪১ দশমিক ৮ শতাংশ শিক্ষার্থী ঝরে পড়ে। তবে ২০০৭ সালে এই হার কমলেও ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত যথাক্রমে ৮ দশমিক ৬ শতাংশ, ৯ শতাংশ, ১৪ দশমিক ২ শতাংশ, ১২ দশমিক ২ শতাংশ এবং ৩৩ দশমিক ৬ শতাংশ।